দৈনিক ইত্তেফাক
18 APR 2007

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ

প্রশ্নপত্র ও মানবন্টন পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবি

রিয়াজ রায়হান

"পঞ্চাশের মধ্যে আটাশ দিয়েছি, আর কত চাও"–এটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের একজন সম্মানিত শিক্ষকের উক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে বর্তমানে পরীক্ষার ফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হলেও প্রশ্নপত্র ও প্রশ্নের মানবণ্টন এবং নম্বর প্রদান সনাতন পদ্ধতিতে চলছে বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এরকম সেকেলে মানসিকতার জন্য এ অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অন্য অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের সাথে পাল্লা দিতে পারছে না। অন্যান্য অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ (জিপিএ) নম্বর পাচ্ছে সেখানে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য শতকরা ৬০ (জিপিএ-এ) যেন সোনার হরিণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদের মত কলা অনুষদেও গ্রেডিং পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে নিয়মানুযায়ী এ পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্তাকারে প্রশ্নপত্র তৈরি করার কথা থাকলেও এ অনুষদে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বিভাগে ১০০ নম্বরের পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশ্নের মানবণ্টন করা হয় ২০ নম্বর করে। একটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য শিক্ষকরা প্রদান করছেন সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১২ নম্বর। যার ফলে গ্রেডিং পদ্ধতির কোন সুফলই পাচ্ছে না এখানকার ছাত্রছাত্রীরা।

এ অনুষদে ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, বাংলা এবং দর্শন বিভাগে ১ম ও ২য় বর্ষে ২টি করে অনুষঙ্গী বিষয় পড়ানো হয়। যেগুলোর প্রত্যেকটি ১০০ নম্বরের এবং প্রতিটি প্রশ্নের মান ২০ নম্বর। বিভাগওয়ারী অনুষঙ্গী বিষয়গুলো হচ্ছে– ইতিহাসে রাজনীতি বিজ্ঞান ও ভূগোল (১ম বর্ষ) এবং মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (২য় বর্ষ), ইসলামের ইতিহাসে অর্থনীতি ও ভূগোল (১ম বর্ষ) এবং রাজনীতি বিজ্ঞান ও লোক প্রশাসন (২য় বর্ষ), বাংলায় দর্শন ও সাংবাদিকতা (১ম বর্ষ) এবং ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান (২য় বর্ষ), দর্শনে সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান (১ম বর্ষ) এবং রাজনীতি বিজ্ঞান ও অর্থনীতি (২য় বর্ষ)। নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সনাতনী মনোভাবের কারণে এসব অনুষঙ্গী বিষয়ের মধ্যে এ পর্যন্ত অর্থনীতি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ নম্বর কেউ অর্জন করতে পারেনি। এ বিষয়গুলোর প্রতিটি ৪ ক্রেডিটের হওয়ায় এগুলোতে কম নম্বর পাওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মোট জিপিএ-তে বিরূপ প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে ৫০ নম্বরের মূল বিষয় গুলোতেও প্রতিটি প্রশ্নের মানবণ্টন করা হয় সাড়ে ১২ নম্বর করে। এটিও গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। গ্রেডিং পদ্ধতিতে সঠিক উত্তরের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ নম্বর প্রদান করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষকরা শতকরা ৮০ ভাগ ধরে পরীক্ষার খাতায় নম্বর প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রশ্নপত্রের ধারা ও মানবণ্টন গ্রেডিং পদ্ধতির নিয়মানুযায়ী করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে বারংবার দাবি জানানো সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তা কার্যকর করা হয়নি।

অপরদিকে কলা অনুষদে অনুষঙ্গী বিষয়গুলোর জন্য কোন স্থায়ী শিক্ষক বিগত কয়েক বছরেও নিয়োগ দেয়া হয়নি।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে অতিথি শিক্ষক দিয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ এ বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে। প্রশ্নপত্রের ধারা ও মানবণ্টন পরিবর্তন এবং অনুষঙ্গী বিষয়ের জন্য স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন কলা অনুষদের কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক। এ ব্যাপারে কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর মনসুর উদ্দিন আহমদ বলেন, প্রশ্নপত্রের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপর নির্ভরশীল। আর অনুষঙ্গী বিষয়গুলোর জন্য স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই বলে তিনি জানান। □

কলা ভবনের সম্মুখভাগ –ইত্তেফাক